সালাতের মাকরূহ সমূহ

□ সালাতরত অবস্থায় কাপড় বা শরীর নিয়ে খেলা করা মাকরূহ, যদি তা আমলে কাসীর না হয় আর আমলে কাসীর হলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

□ সিজদার স্থান থেকে কংকর বা পাথরকণা সরানো (মাকরূহ) অবশ্য সিজদা করা অসম্ভব হলে এক-দুইবার কংকর সরানোর অবকাশ আছে।

□ আঙ্গুল সমূহকে মলা বা টেনে ফুটানো।

□ বস্ত্র, শরীর অথবা দাঁড়ির সাথে খেলা করা।

□ কোমরে হাত রাখা মাকরূহ।

□ ডানে-বামে মুখ ফিরানোর দ্বারা যদি সিনা কেবলার দিক থেকে ফিরে যায় তাহলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি সিনা কেবলা দিক থেকে না ফিরে, তাহলে সালাত নষ্ট হবে না; অবশ্য সালাত মাকরূহ হবে।

□ ওজর ছাড়াই উভয় হাটু খাড়া করে হাত মাটিতে রেখে নিতম্ব ও পায়ের ওপর কুকুরের ন্যায় বসা।

□ সিজদায় উভয় বাহুকে (পুরুষের জন্য) মাটিতে বিছিয়ে দেয়া।

□ হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দেয়া।

□ ফরয সালাতে বিনা ওজরে আসন করে বসা।

□ মাটি লেগে যাওয়ার ভয়ে কাপড় হেফাযত করা।

□ সদলে ছাওব করা অর্থাৎ কাপড় কাঁধে রেখে তার উভয় প্রান্ত একত্র না করে ঝুলিয়ে দেয়া।

□ ইচ্ছাকৃত হাই তোলা। হাই ও হাঁচি যথাসম্ভব প্রতিহত করবে। না পারলে সমস্যা নেই।

□ শরীরের অলসতা দূর করার জন্য মোচড়ানো।

□ চোখ বন্ধ রাখা। অথচ দৃষ্টি সিজদার স্থানে রাখা উচিৎ।

□ চুল মাথার ওপর ভাজ করে গিরা দিয়ে সালাত পড়া। মাথায় চুল থাকলে সালাতের মধ্যে তা ছেড়ে রাখা সুন্নাত যাতে চুলও সিজদা করতে পারে।

□ খোলা মাথায় সালাত পড়া মাকরূহ। তবে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের নিমিত্তে এরূপ করলে মাকরূহ হবে না।

□ আয়াত ও তাসবীহসমূহ হাতে গণনা করা। তবে সাহেবাইন (রাহি.) এর মতে এটা মাকরূহ নয়।

□ শুধু ইমাম সাহেব মসজিদের মেহরাবে এবং সমস্ত লোক মেহরাবের বাইরে দাঁড়ানো।

□ ইমাম সাহেব একা উঁচু স্থানে এবং সমস্ত লোক নিচে দাঁড়ানো।

□ কাতারে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পিছনে একা দাঁড়ানো। তবে যদি সুযোগ না থাকে তাহলে (সামনের কাতার থেকে মাসআলা জানে এমন একজনকে টেনে এনে নিজের সাথে দাড় করাবে। তার পরও চেষ্টা করবেন একা শুধু কাতারে না দাঁড়াতে।

□ মানুষ অথবা জন্তুর ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা।

□ সামনে, বামে অথবা ডানে ছবি থাকাবস্থায় সালাত মাকরূহ। তবে যদি ছবি পায়ের নিচে কিংবা পিছনে থাকে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

□ সালাতের কোন সুন্নাত পরিত্যাগ করা।

সালাতের প্রাকটিক্যাল পদ্ধতি

★ কোনো দিকে না তাকিয়ে এবং অন্য দিকে না ফিরে পুরো শরীরে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে।

★ অন্তরে নিয়ত করবে।

★ **‘আল্লাহু আকবার’** বলে তাকবীরে তাহরিমা বাঁধবে।

★ ডান হাতের কব্জি বাঁ হাতের কব্জির ওপর রেখে নাভির নিচে রাখবে।

তারপর ছানা পড়বে, আর তা হচ্ছে:

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولاإله غيرك.

উচ্ছারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারকাসমুকা ওয়াতাআ‘লা জাদ্দুকা ওয়ালাইলাহা গাইরুক।

★ অতঃপর **‘আউযুবিল্লাহি মিনাশশাইতনির রাজীম’** বলবে।

★ **‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’** বলে সূরা আল-ফাতিহা পড়বে:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَٰطَ
ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

★ তারপর কুরআন থেকে যা সহজ মনে হয় তা পড়বে, ফজরের সালাতে ক্বিরাত লম্বা করবে।

★ তারপর **‘আল্লাহু আকবার’** বলে রুকুতে যাবে অর্থাৎ আল্লাহর সম্মানে- তার পিঠকে ঝুঁকাবে, সুন্নাত হচ্ছে তার পিঠকে মাথা বরাবর নোয়াবে এবং দুই হাত হাটুতে রেখে আঙ্গুলগুলো ফাঁকা করে রাখবে।

★ রুকুতে তিনবার বলবে সুবহানা রব্বিয়াল ‘আযীম,।

★ সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে রুকু থেকে উঠবে।

★ রুকু থেকে উঠে বলবে **‘রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ’**, ...

★ আল্লাহু আকবার বলে বিনয়ের সাথে প্রথম সিজদাহ’য় যাবে এবং তার সাতটি অঙ্গে সিজদাহ করবে: নাকসহ কপাল, দুই হাত, দুই হাটু এবং দুই পায়ের সামনের অংশ। তার বাহুদ্বয় তার পার্শ্ব থেকে ফাঁকা রাখবে, দুই হাত মাটিতে বিছাতে পারবে না এবং আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী রাখবে।

★ সিজদাহ’য় তিনবার বলবে: **‘সুবহানা রব্বিয়াল আ‘লা’**

★ আল্লাহু আকবার বলে সিজদাহ থেকে মাথা উঠাবে।

★ দুই সিজদাহ’র মাঝে ডান পা খাড়া রেখে বাঁ পায়ের ওপর বসবে এবং হাত উরুর ওপর হাটুর নিকটে রাখবে।

★ দুই সিজদাহ’র মাঝে বসাবস্থায় বলবে: **‘রব্বিগ ফিরলী ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুকনী, ওয়াজবুরনী ওয়া‘আফিনী।’**

★ **আল্লাহু আকবার** বলে বিনয়ের সাথে দ্বিতীয় সিজদাহ’য় যাবে, প্রথম সিজদাহ’র মতো যা বলার এবং করার তা করবে।

★ **আল্লাহু আকবার** বলে দ্বিতীয় সিজদাহ থেকে উঠে প্রথম রাকাআতের মতো দ্বিতীয় রাকাআত সম্পন্ন করবে কিন্তু **এতে ছানা বলবে না।**

★ দ্বিতীয় রাকাআতের; দু-সিজদা শেষ করে **আল্লাহু আকবার বলে বসবে** যেভাবে বসেছিল দুই সিজদাহ’র মাঝে।

★ এ বৈঠকে তাশাহহুদ [এবং যদি দুই রাকাআতের সালাত হয়; তাহলে দরুদে ইবরাহিম এবং দোআয়ে মা‘ছুরা] পড়বে:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

★ তারপর "আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ" বলে প্রথমে ডানে তারপর বাঁয়ে সালাম ফিরাবে।

★ আর যদি সালাত তিন রাকাআত বা চার রাকাআত বিশিষ্ট হয় তাহলে প্রথম তাশাহ্হুদ (আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ) বলার পর আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যাবে তারপর বাকী সালাত দ্বিতীয় রাকাআতের মতো পুরা করবে, কিন্তু এতে শুধু সূরা আল-ফাতিহা পড়বে।

★ এ বৈঠকে তাশাহহুদ এবং দুরুদ- দোআয়ে মাসুরা পুরোটা পড়বে।

★ তারপর "আস সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহ" বলে প্রথমে ডানে; পরে বাঁয়ে সালাম ফিরাবে।

পুরুষদের নামাজের ভিডিও –
https://www.youtube.com/watch?v=r2HEOxzSuvI&ab_channel=ISLAAHMEDIA

মহিলাদের নামাজের ভিডিও - https://youtu.be/TRKgR-gEclo?si=PqkcUvAYhhud3Uc5